যায়যায়দিন

তারিখ ..... 15 [illegible] ... 2009
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৫

নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রলীগ

এম মামুন হোসেন

আবার বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ছাত্রলীগ। সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ও কমিটি ভেঙে দেয়াসহ নানা কৌশল করেও ছাত্রলীগকে সামলাতে পারছে না সরকার। বরং দখলবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি বাণিজ্য এবং হল ও শিক্ষাঙ্গনের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মেতে উঠেছে এ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। সারাদেশে মেয়াদহীন ৮৭টি কমিটি নিয়ে চলছে নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রলীগ। তারা নানা অঘটনের জন্ম দিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে ফেলছে সরকারকে।

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এ সময় উভয় পক্ষের হামলায় ১০ ছাত্র আহত ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ছাত্রলীগ : নিয়ন্ত্রণহীন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়। গত কয়েক মাসে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীর হুমকির শিকার হয়েছেন গণপূর্ত, ডেসা, ওয়াসা, তিতাস ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অন্তত দুই ডজন প্রকৌশলী। এছাড়া ব্যাংক ও স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাজ পাইয়ে দেয়ার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে। টেন্ডারবাজ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হুমকি থেকে বাদ পড়েননি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংকসহ ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা। আর এসব টেন্ডারবাজির প্রধান ভূমিকায় রয়েছে ছাত্রলীগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেঞ্চ তৈরির টেন্ডার থেকে শুরু করে নামে-বেনামে সব কাজ নিচ্ছে ছাত্রলীগ। জানা গেছে, ভবিতে কোটি টাকার আসবাবপত্র, বসার বেঞ্চ, ক্যান্টিন, বিল্ডিংয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত সব কাজের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ছাত্রলীগ। ভুক্তভোগীরা জানান, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা দিনদুপুরে অফিসে ঢুকে এসব হুমকি দিচ্ছে। পরিচয় দিচ্ছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাসহ বিভিন্ন ইউনিট নেতা হিসেবে। সরকারি অফিসে তাদের অন্যায় আবদার না রাখলে চাকরিচ্যুত, দুর্গম এলাকায় পোস্টিং ও বিপদে পড়ার ভয় দেখিয়ে কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে প্রশাসনে ছাত্রলীগ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষমতাসীন দলের দুই পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও হামলার আতঙ্কে ২৪ জুন ঢাকা সিটি করপোরেশনের ৭ নাম্বার অঞ্চলের ১৬টি গ্রুপের প্রায় ৪ কোটি টাকার টেন্ডার স্থগিত করে কর্তৃপক্ষ। এর পেছনেও ছাত্রলীগ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ২১ জুন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের (এনএনপি) প্রায় সোয়া ৩ কোটি টাকার টেন্ডার জমাকালে ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের হামলায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে র‌্যাবকে খবর দেয় কর্তৃপক্ষ।

এদিকে টেন্ডারবাজির ঘটনায় ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ দেশের বিভিন্ন থানায় পাঁচ শতাধিক মামলা ও সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে। অধিকাংশ টেন্ডারবাজির ঘটনায় ছাত্রলীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং ক্যাডারদের অভিযুক্ত করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পরই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের টেন্ডার নিয়ে বিআইডব্লিউটিএ ভবনে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রলীগ।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, রোববার শের শাহ কলোনিতে এইট মার্ডারের ঘটনায় নিহতদের মৃত্যুবার্ষিকীতে ফুল দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের ১০ জন আহত হয়। জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের প্রধান কার্যালয় সিআরবি অফিস এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্রলীগ। এখানে রেলওয়ের কোটি কোটি টাকার টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ এবং রেলওয়ের জায়গা অবৈধ দখলে নিয়েছে ছাত্রলীগ। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), সিটি করপোরেশন, গণপূর্ত এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের টেন্ডারসহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্রলীগ। নগরীতে সিটি করপোরেশন, রেলওয়ে এবং মেডিকেল কলেজের জায়গায় বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড নিয়ন্ত্রণ এখন ছাত্রলীগের হাতে। এখান থেকে কোটি টাকার বিজ্ঞাপনের অর্থ বিভিন্ন গ্রুপ ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে।

খুলনা অফিস জানায়, ২০০২ সালে ছাত্রলীগের খুলনা জেলা এবং মহানগর কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। কমিটিতে থাকা ছাত্রলীগের কোনো নেতার ছাত্রত্ব নেই। তাদের মধ্যে সিংহভাগ ঠিকাদারি ব্যবসায় জড়িত। দল ক্ষমতায় আসার পর টেন্ডারবাজির সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্রত্বহীন ছাত্রলীগের নেতারা। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, টেন্ডারবাজির সঙ্গে জড়িত রয়েছে ছাত্রলীগের শীর্ষস্থানীয় তিন নেতা। তারা হলো কজেল ইসলাম টিটো, মাসুদুর রহমান বিশ্বাস ও ফারুক হাসান হিটলু। খুলনার শীর্ষ কলেজগুলোতে এবার অনার্স এবং এইচএসসিতে ভর্তি বাণিজ্যে বেপরোয়া ছিল ছাত্রলীগ। আযম খান কমার্স কলেজ এবং খুলনা কমার্স কলেজে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় মহানগর ছাত্রলীগ কমার্স কলেজের ছাত্রলীগের কমিটি ভেঙে দেয়।

সিলেট অফিস জানায়, সোমবার রাতে সিলেট জেলার ট্রাক মালিক গ্রুপের অফিস দখলে নিয়েছে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। এর সঙ্গে ছাত্রলীগ জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন কয়েক ট্রাক মালিক। সিলেট নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্রলীগের ছয়টি গ্রুপ। জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি জগলুল চৌধুরী গ্রুপ, সাবেক ছাত্রলীগ সেক্রেটারি নাসির উদ্দিন খান গ্রুপ, মহানগর যুগ্ম আহ্বায়ক রঞ্জিত সরকার গ্রুপ, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বিধান কুমার সাহা গ্রুপ, সালেহ আহমদ এবং আজাদুর রহমান আজাদ গ্রুপ।

গত এপ্রিলে সিলেট সিটি করপোরেশনে ২২টি কাজের টেন্ডার দেয়া হয়। ছাত্রলীগের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণে স্থগিত হয়ে যায় টেন্ডার প্রক্রিয়া। পরে সিটি মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা করে দেন। সিলেটে শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ এখন ছাত্রলীগের হাতে। কয়েকটি স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের কাজে বাধা দেয় ছাত্রলীগ। সিলেটের এমসি কলেজে এইচএসসিতে ভর্তির জন্য ছাত্রলীগ পছন্দের তালিকা দেয় কলেজের অধ্যক্ষকে। ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে কলেজের অধ্যক্ষ আবদুস সোবহান ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে বসেন।

বরিশাল অফিস জানায়, এলজিইডি, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগের সিএমএমইউ প্রকৌশল বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছাত্রলীগ। ছোটখাট যে কোনো টেন্ডার, বদলি প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্রলীগ।

রাজশাহী অফিস জানায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রামেকসহ রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ছাত্রলীগ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য করছে সংগঠনটি। ছাত্রলীগের প্রভাবের কারণে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের রোগীদের খাবার কেনার ৩ কোটি টাকার টেন্ডার স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ। রাজশাহী সিটি করপোরেশনে পদোন্নতি, চাকরিতে স্থায়ী করা এবং করপোরেশনের বিভিন্ন কাজের টেন্ডার ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রণ করছে বলে জানা গেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একের পর এক অস্থির হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনবার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনবার এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর এমএম কলেজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ঢাকা পলিটেকনিক কলেজ, তিতুমীর কলেজ, তেজগাঁও কলেজ ও বরিশাল মেডিকেল কলেজে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

রাজধানীসহ দেশের সরকারি কলেজগুলোতে অবৈধভাবে ২০০৮-০৯ সেশনের অনার্স প্রথম বর্ষে এবং এইচএসসি শ্রেণীতে ভর্তিতে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য করে ছাত্রলীগ। রাজধানীর ইডেন, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর, কবি নজরুল, বদরুন্নেসা, সোহরাওয়ার্দী ও মিরপুর বাংলা কলেজে মেধাবীরা ভর্তির সুযোগ পায়নি বলে জানা গেছে। অধ্যক্ষ ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ককে চাপ দিয়ে গাজীপুরের টঙ্গী কলেজ, ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, রাজশাহীর সিটি কলেজ, নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী কলেজ, খুলনার বিএল কলেজ ও সরকারি আযম খান কমার্স কলেজ, চট্টগ্রামের সিটি কলেজ ও কমার্স কলেজ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং বরিশালের বিএম কলেজে ছাত্রলীগ নিজেদের পছন্দে ভর্তি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।